প্রথম আলো

তারিখ 23 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

উচ্চ শিক্ষা

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন গ্রেডিং : কিছু বিবেচনা

রোবায়েত ফেরদৌস ও আবু নাসের রাজীব

পাবলিক ও প্রাইভেট—দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে। সব ঠিক থাকলে আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই এটা চালু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে (*প্রথম আলো*, ১৯ জানুয়ারি)। উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম আর হতাশাজনক সংবাদের ভিড়ে এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো খবর। পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারকরা অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতির বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন, এ জন্য তাদের সাধুবাদ। এর ফলে, আমরা মনে করি, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে গ্রেডিং নিয়ে বিদ্যমান নৈরাজ্য কিছুটা হলেও দূর হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। কমিশনকে সাধুবাদ।

পরীক্ষার ফল ও মূল্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বহুমুখী নিয়ম/পদ্ধতির প্রচলন থাকায় মঞ্জুরি কমিশন এই অভিন্ন গ্রেডিং চালুর বিষয়টিতে জোর দেয় এবং ইস্যুটিকে সামনে নিয়ে আসে। কমিশন যুক্তি দেখিয়েছে, এর ফলে চাকরি, উচ্চশিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই মেধার শিক্ষার্থীর দুই রকম মূল্যায়নের বিদ্যমান বৈষম্য কমে আসবে। একেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একেক নিয়মে ফল প্রকাশের কারণে যে বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা চলে আসছে, এর ফলে তাও দূর করা সম্ভব হবে। কমিশনের সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি। আমরা মনে করি, দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তরপত্র পরীক্ষা, নম্বর প্রদান তথা মেধা মূল্যায়নে একই নিয়ম চালুর বিষয়টি খুবই যৌক্তিক ও সময়োপযোগী।

মঞ্জুরি কমিশন চার পয়েন্ট স্কেলে মোট ৯টি ধাপে গ্রেডিং পদ্ধতির খসড়া তৈরি করেছে। এর সর্বোচ্চ ধাপ হচ্ছে 'এ' গ্রেড=৯০-১০০ (গ্রেড পয়েন্ট-৪.০০) আর সর্বনিম্ন ধাপ 'ডি'=৫০-৫৪ (গ্রেড পয়েন্ট-১.০০)। অন্য ধাপগুলো হচ্ছে 'এ' মাইনাস=৮৫-৮৯ (৩.৭৫), 'বি' প্লাস=৮০-৮৪ (৩.৫০), 'বি'=৭৫-৭৯ (৩.২৫), 'বি' মাইনাস=৭০-৭৪ (৩.০০), 'সি' প্লাস=৬৫-৬৯ (২.৫০), 'সি'=৬০-৬৪ (২.০০), 'সি' মাইনাস=৫৫-৫৯ (১.৫০)। এ ছাড়া আছে 'F=ফেল (X), I=Incomplete এবং W=Withdrawn।

এটা ঠিক যে প্রস্তাবিত এই গ্রেডিং বিন্যাস, এর যৌক্তিকতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দ্রুত এর প্রচলন নিয়ে কোনো সংশয় নেই; কিন্তু বিবেচনা বলে এর বাস্তবায়নের সময় কিছু সমস্যা/অসঙ্গতির উদ্ভব হতে পারে। আমরা মনে করি, আগামী মার্চ মাসে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর আগে মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের উচিত হবে সমস্যা/অসঙ্গতি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী পর্যায়ে মতবিনিময়ের আয়োজন করা, যাতে সমস্যা/অসঙ্গতি দূরীকরণে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। ভুলে গেলে ভুল হবে যে, মেধা যাচাইয়ের এই পদ্ধতির সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সব স্তর মিলিয়ে ১০ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জড়িত।

এক. নম্বর প্রদানে সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি : উত্তরপত্র পরীক্ষণ বা নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব কাজ করে। এই ভিন্নতা নানা রকমের। এ ক্ষেত্রে ভিন্নতা যেমন রয়েছে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে, তেমনি আছে এক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে; আবার পার্থক্য রয়েছে এক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে; এমনকি পার্থক্য রয়েছে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ বা বিভাগের মধ্যে। এটি একদিনে তৈরি হয়নি বরং দীর্ঘদিন চর্চার ফলে একেক জায়গায় শিক্ষকদের মধ্যে উত্তরপত্র পরীক্ষণ বা নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে একেক ধরনের মনোভঙ্গি গড়ে উঠেছে।

দুই. উত্তরপত্র মূল্যায়নের ভিন্ন ভিন্ন রীতি : দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খাতা মূল্যায়নের ভিন্ন ভিন্ন রেওয়াজ তৈরি হয়েছে। যেমন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুই পরীক্ষকের নিয়ম চালু আছে। তবে একই উত্তরপত্র মূল্যায়নে দুই পরীক্ষকের দুই ধরনের নম্বর দেওয়ার অনেক নজির রয়েছে। কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে এক পরীক্ষকের নিয়ম। এর ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পরীক্ষার্থীকে ইচ্ছেমতো নম্বর প্রদানের সুযোগ থেকে যায়। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পরীক্ষকদের এ ধরনের আগাম নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। সম্প্রতি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো নম্বর না দেওয়ায় দলবেঁধে প্রায় ২০০ শিক্ষার্থী ওই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছে। এই আশঙ্কায় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তাদের পছন্দমতো গ্রেড দিচ্ছে।

এ সম্পর্কে বিত্তশালী পরিবারের কিছু শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে—এত টাকা খরচ করে যেকোনো প্রকারে একটি ভালো গ্রেড তাদের নিতেই হবে। ব্যবসায়িক কারণে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ও এমন অযৌক্তিক দাবি মেনে নেয়। এমনকি ভর্তির আগে কোন গ্রেড দেওয়া হবে, সেই অঙ্গীকার আদায় করারও নজির রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছেন, তার জানা মতে, বেশ কয়েকজন নীতিবান শিক্ষক পরীক্ষার্থীর পছন্দমতো গ্রেড না দেওয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চাকরি ছেড়েছেন বা চাকরিচ্যুত হয়েছেন (*প্রথম আলো*, ১৯ জানুয়ারি ২০০৬)।

তিন. পাঠক্রম : বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠক্রম, পাঠ্য বিষয় এবং কোর্সের মেয়াদের মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য/সমন্বয়হীনতা রয়েছে।

চার. পাস নম্বর নির্ধারণ : পাস নম্বর নির্ধারণ নিয়েও নানা রকম নিয়ম চালু আছে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬, আবার কোথাও পাস নম্বর ৫০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এত দিন ৬০ নম্বর দেওয়ার অর্থ ছিল সেই শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পাওয়ার যোগ্য এবং এই নম্বরপ্রাপ্তরা খুবই মেধাবী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পুরনো এই ধারা থেকে শিক্ষকরা বের না হতে পারলে ৬০ নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা 'সি' গ্রেড পাবে এবং তার গ্রেড পয়েন্ট হবে ২.০০। আবার একই নম্বর পেয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পরীক্ষার্থী একটি বিষয়ে 'এ' প্লাস পাচ্ছে, আবার অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একই নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থী 'এ' মাইনাস পাচ্ছে।

এসব বিবেচনায় আমরা কিছু সুপারিশ রাখতে চাইছি :

এক. আলোচনা-কর্মশালা : অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া দরকার। উত্তরপত্র পরীক্ষণ বা নম্বর প্রদানের এই নয়া পদ্ধতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে। মঞ্জুরি কমিশন কেন্দ্রীয়ভাবে কিংবা স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় তার শিক্ষকদের জন্য আলোচনা বা কর্মশালার আয়োজন করতে পারে। আমরা মনে করি, চিরাচরিত নম্বর প্রদানের রেওয়াজ এবং উত্তরপত্র পরীক্ষণে পরীক্ষকদের সনাতনী ও গতানুগতিক মানসিকতায় পরিবর্তন না আনা গেলে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি সাবেক পদ্ধতির মতোই নৈরাজ্যকর থেকে যাবে।

দুই. দুইজন পরীক্ষক : উত্তরপত্র পরীক্ষণে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে দুজন পরীক্ষক রাখার নিয়ম করা উচিত। তবে দ্বিতীয় পরীক্ষককে অবশ্যই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা সম্পর্কিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়োগ দিতে হবে। এর ফলে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে 'চেক অ্যান্ড ব্যালান্স' অর্জন করা যেমন সম্ভব হবে, তেমনি উত্তরপত্র নিরীক্ষণে শিক্ষকদের জবাবদিহিতাও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

তিন. সরাসরি গ্রেডিং পদ্ধতি : নম্বর দিয়ে গ্রেডিং কনভার্ট বা পরিবর্তন করার চেয়ে সরাসরি গ্রেডিং চালু করা দরকার। অর্থাৎ গ্রেডিংয়ের বেলায় নম্বরের কোনো ব্যাপার থাকবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, খুব ভালোর জন্য একটি গ্রেড, ভালোর জন্য একটি গ্রেড, মধ্যম মানের জন্য একটি গ্রেড, পাসের জন্য একটি গ্রেড নির্ধারণ হতে পারে। কারণ সংখ্যায় ৭০ বা ৮০ নম্বর দিয়ে সেখান থেকে গ্রেড করা হলে শিক্ষার্থীদের ওপর সুবিচার হয় না। এটি প্রস্তাব করেছেন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। আমরা এর সমর্থন জানাই। এর ফলে আমরা মনে করি, বিদ্যমান বহুমুখী অসঙ্গতি অনেকাংশে সামাল দেওয়া যাবে।

চার. পাঠক্রমে সমন্বয় সাধন : অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পাশাপাশি কোর্স পাঠক্রম, কোর্স সমন্বয়, কোর্স মূল্যায়ন ও কোর্সের সময়সীমাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার বিষয়টিও জরুরি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত এই সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াটি দ্রুত শুরু করা। মঞ্জুরি কমিশন এ সংক্রান্ত আলোচনার উদ্যোগ নিতে পারে। আমরা মনে করি, এটি করতে পারলে অভিন্ন গ্রেডিং বাস্তবায়নের বিষয়টি অনেকখানি পূর্ণতা পাবে।

যে উদ্বেগ জানিয়ে এ লেখা শেষ করব তা হলো, দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ করি কোটি কোটি টাকা খরচ করে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, শিক্ষা সংস্কার প্রকল্প বা বাংলাদেশের অপরাপর দলিল/রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয় কিন্তু এগুলো বাস্তবায়নের মুখ দেখে না। কারণ ওইসব রিপোর্ট/দলিল প্রণয়নের বিষয়টিতে স্বচ্ছতা, গ্রহণযোগ্যতা কিংবা জনসম্পৃক্ততার অভাব লক্ষ করা যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কতটা গণতান্ত্রিক হয় সে বিষয়টি সব সময়ই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকে। তাই অন্য দলিল/রিপোর্ট চূড়ান্ত করার আগে যেমন লোক দেখানো কিছু সংলাপের আয়োজন করা হয়, আমরা চাইব এটি তেমন দায়সারা গোছের হবে না। আশা করব, গ্রেডিং পদ্ধতি যখন চূড়ান্ত হবে তখন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামতের প্রতিফলন এতে থাকবে। আমাদের প্রতীতি বলে এর মধ্য দিয়েই কেবল অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে এবং এর বাস্তবায়ন হয়ে উঠবে বাধামুক্ত।

রোবায়েত ফেরদৌস : শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আবু নাসের রাজীব : শিক্ষক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)।